

হোয়াইট হাউস
তথ্য সচিবের কার্যালয়

অবিলম্বে প্রকাশের জন্য

ডিসেম্বর ১, ২০০৯

জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্টের মন্তব্য
আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানে সামনে যাবার পথে
আইসেনহাওয়ার হল থিয়েটার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক একাডেমী, ওয়েস্ট পয়েন্ট
ওয়েস্ট পয়েন্ট, নিউ ইয়র্ক

সন্ধ্যা ৮:০১ পূর্বাঞ্চলীয় সময়

প্রেসিডেন্টঃ শুভ সন্ধ্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাডেট কোরের সদস্যরা, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী'র পুরুষ ও মহিলা সদস্যরা, এবং আমার স্বদেশবাসী মার্কিন জনগনঃ আজ রাতে আমি আপনাদের কাছে আফগানিস্তানে আমাদের প্রচেষ্টাগুলির কথা বলতে চাই - সেখানে আমাদের অঙ্গীকারের ধর্নগুলি কি, আমাদের স্বার্থের ব্যাপ্তি, এবং যেসব কৌশল আমার প্রশাসন ক্রমাগত তাড়া করবে এই যুদ্ধের একটি সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি টানবার জন্য। এটা আমার জন্য একটি অসাধারণ সম্মানের বিষয় যে এটি আমি করতে পারছি এই ওয়েস্ট পয়েন্টে - যেখানে এতগুলি পুরুষ এবং নারী প্রস্তুত আমাদের নিরাপত্তার জন্য রুখে দাঁড়াতে, এবং আমাদের দেশের বিষয়ে যা চমৎকার তার প্রতিনিধিত্ব করতে।

এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে বলতে গেলে, এটা স্মরণ করা জরুরী যে কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের মিত্ররা প্রথম অবস্থাতেই বাধ্য হয়েছিল আফগানিস্তানে একটি যুদ্ধ করার জন্য। আমরা এই যুদ্ধ ডেকে আনিনি। ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১সালে, ১৯ জন চারটি বিমান ছিনতাই ক'রে সেগুলিকে ব্যবহার করে কমপক্ষে ৩০০০ হাজার মানুষকে খুন করবার জন্য। তারা আঘাত করে আমাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক স্নায়ু কেন্দ্রগুলিতে। তারা জীবন নেয় নির্দোষ পুরুষ, মহিলা, এবং শিশুদের তাদের বিশ্বাস বা জাতি বা অবস্থান ব্যতিরেকেই। সেদিন যদি সেইসব বিমানের একটির যাত্রীদের বীরত্বপূর্ণ কাজ না হ'তো তবে তারা হয়ত আঘাত করতো ওয়াশিংটনে আমাদের গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকটিকে, এবং হত্যা করতো আরো অনেককে।

আমরা জানি, এই লোকগুলি জড়িত ছিল আল-কায়দা'র সাথে - চরমপন্থী একটি দল যারা বিকৃত এবং অমান্য করেছে ইসলাম, পৃথিবীর অন্যতম একটি মহান ধর্মকে, নিরপরাধ মানুষদের খুন করার অছিলা হিসেবে। আল-কায়দার অভিযানের ঘাঁটি ছিল আফগানিস্তানে, যেখানে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল তালিবান - একটি নিষ্ঠুর, অত্যাচারী এবং সমাজের আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী আন্দোলন যারা সেই দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয় সোভিয়েত দখলে থেকে কয়েক বছর ধরে বিধ্বস্ত হওয়ার এবং গৃহযুদ্ধের পর, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের বন্ধুদের মনোযোগ অন্যদিকে ফিরে যাবার পর।

৯/১১'র মাত্র কয়েক দিন পর, কংগ্রেস আল্-কায়দা এবং যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা অনুমোদন করে - সেই অনুমোদন আজ ও অব্যাহত আছে। সিনেটের ভোট ছিল ৯৮টি পক্ষে - বিপক্ষে একটিও নয়। প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস) ভোট ছিল ৪২০ পক্ষে এবং বিপক্ষে ১টি। নিজেদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বারের মত নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন (ন্যাটো) তার আর্টিকেল ৫ আহ্বান করে -এর অঙ্গীকারে বলা আছে একটি সদস্য রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ সকলের উপরেই আক্রমণ। জাতি সংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ৯/১১'র আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জবাব দিতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ ব্যবহারকে অনুমোদন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আমাদের মিত্ররা, এবং পৃথিবী এক হয়ে কাজ করেছিল আল্-কায়দার সম্ভ্রাসী কার্যকলাপ ধ্বংস এবং আমাদের সাধারণ নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য।

এই অভ্যন্তরিন ঐক্য এবং আন্তর্জাতিক বৈধতার পতাকা তলে - এবং শুধু তখনই যখন তালিবানরা অস্বীকার করে ওসামা বিন্ লাদেনকে আমাদের হাতে তুলে দিতে - আমরা আমাদের সৈন্য বাহিনী পাঠাই আফগানিস্তানে। কয়েক মাসের মধ্যেই, আল্-কায়দা ইতস্ততবিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের অনেক কর্মী নিহত হয়। তালিবানরা ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয় এবং ঠেলে ফেলা হয় তাদের প্রান্তিক সীমায়। যে স্থানটি কয়েক দশক ধরে ভীতিকর বলে পরিচিত ছিল তার আশ্রিত হবার কারণ ছিল। জাতি সংঘের আহ্বানে হওয়া একটি সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই'র নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এবং একটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সহযোগিতা বাহিনী (আই-এস-এ-এফ) প্রতিষ্ঠা করা হয় যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটিতে স্থায়ী শান্তি আনবার জন্য।

এরপর, ২০০৩ সালের গোড়ার দিকে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো দ্বিতীয় যুদ্ধে লিপ্ত হবার জন্য, ইরাকে। ইরাক যুদ্ধ নিয়ে মোচড়ানো বিতর্কের কথা সকলেরই ভালো করে জানা এবং এখানে তা পুনরায় বলার কোন প্রয়োজন নেই। এটাই বলা যথেষ্ট যে পরবর্তী ছয় বছর, এই ইরাক যুদ্ধ আমাদের সৈন্য বাহিনীর প্রধান অংশকে, আমাদের সম্পদ-সরঞ্জামকে, আমাদের কূটনীতিকে, এবং আমাদের জাতীয় মনোযোগকে টেনে ধরে রাখে -এবং ইরাকে যাবার সেই সিদ্ধান্ত কারণ হয় মার্কিনীদের এবং বিশ্বের অনেকটার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফাটল সৃষ্টির।

আজ , অসাধারণ ব্যয়ের পর, আমরা ইরাকের যুদ্ধকে একটি দায়িত্বশীল সমাপ্তির দিকে নিয়ে আসছি। আমরা আমাদের যোদ্ধা বাহিনীকে ইরাক থেকে সরিয়ে নেবো আগামী গ্রীষ্মের শেষে, এবং আমাদের পুরো বাহিনীকে ২০১১ সালের শেষে। সেটা আমরা করছি আমাদের উর্দি পরা পুরুষ ও নারীদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কাজের প্রমাণ হিসেবে। (করতালি) তাদের সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা, অধ্যাবসায়ের প্রতি আমি ধন্যবাদ জানাই, আমরা ইরাকের জনগনকে তাদের ভবিষ্যত গড়ে তুলবার সুযোগ দিয়েছি, এবং আমরা সাফল্যজনকভাবেই চলে যাচ্ছি ইরাকের জনগনের কাছে ইরাককে রেখে।

তবে যখন আমরা ইরাকে কষ্টার্জিত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করেছি, তখন আফগানিস্তানের পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। ২০০১ এবং ২০০২ সালে পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে যাবার পর, আল্-কায়দা'র নেতৃত্ব সেখানে গড়ে তুলেছে একটি নিরাপদ আশ্রয়। যদিও একটি বৈধ সরকার আফগান জনগন দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে, তবে সেটি ব্যাহত হচ্ছে দুর্নীতি, মাদক ব্যবসা, অনুন্নত অর্থনীতি, এবং অপরিাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনীর কারণে।

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে, এই তালিবানরা সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি বজায় রেখেছে আল্-কায়দার সাথে, যেরকম তারা উভয়েই চায় আফগান সরকারের উৎখাত। ক্রমাগত, তালিবানরা আফগান ভূ-খন্ডের অতিরিক্ত উঁচু

জমিগুলি নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে, সেই সাথে জড়িত হয় পাকিস্তানী জনগনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান হারে ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং বিধ্বংসী সন্ত্রাসী আক্রমণে।

এখন, এই পুরোটা সময় ধরে, আফগানিস্তানে আমাদের সৈন্য বাহিনীর স্তরটি ছিল ইরাকের তুলনায় একটি ভগ্নাংশ। যখন আমি দায়িত্ব নিলাম, আমাদের ৩২,০০০ হাজারের কিছু বেশী মার্কিনী দায়িত্ব পালন করছিল আফগানিস্তানে, তুলনায় ইরাকে ছিল ১৬০,০০০ হাজার ইরাক যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে। আফগানিস্তানের কম্যান্ডাররা বার বার তালিবান পুনরুত্থানকে রুখবার জন্য সাহায্য চাইতে থাকে, কিন্তু সেইসব শক্তি বৃদ্ধির উপকরণ আর পৌঁছায়নি। এবং এই জন্যই, দায়িত্ব নেবার পর পরই, আমি দীর্ঘ দিনের অপেক্ষমান আরো বাহিনী বাড়ানোর অনুরোধটি অনুমোদন করি। আমাদের মিত্রদের সাথে পরামর্শ করার পর, আমি তখন ঘোষণা করেছিলাম একটি কৌশলের যাতে স্বীকৃতি দেওয়া হয় আফগানিস্তানে আমাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা এবং পাকিস্তানে চরমপন্থীদের নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যকার মৌলিক সংযোগটির। আমি একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করি যেখানে সতর্কতার সাথে সংজ্ঞার্থে নির্ণয় করা হয় আল্-কায়দা এবং এর চরমপন্থী মিত্রদের ব্যাহত করা, ছিন্ন-ভিন্ন করা, এবং অবশেষে পরাজিত করা, এবং অস্বীকার করি আমাদের সামরিক ও বেসামরিক প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে আরো ভালো সমন্বয় সাধনের।

তখন থেকে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলিতে আমরা অগ্রগতি সাধন করেছি। উচ্চ পদমর্যাদার আল্-কায়দা এবং তালিবান নেতাদের হত্যা করা হয়েছে, এবং বিশ্বব্যাপী আমরা আল্-কায়দার উপর চাপ সৃষ্টি করেছি। পাকিস্তানে, দেশটির সামরিক বাহিনী এই বছর সর্ব বৃহৎ আক্রমণে গেছে। আফগানিস্তানে আমরা এবং আমাদের মিত্ররা তালিবানকে প্রতিরোধ করেছি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থামিয়ে দেয়া থেকে, - এবং যদিও সেটি প্রতারণার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে - সে নির্বাচন উপস্থাপন করেছে একটি সরকার যা আফগানিস্তানের আইন এবং শাসনতন্ত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ।

এখনো বিরাট চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। আফগানিস্তান হারিয়ে যায়নি, তবে অনেক বছর ধরেই সে পিছনের দিকে হেঁটেছে। সরকার উৎখাত হবার কোন আসন্ন হুমকী নেই, কিন্তু তালিবান ফিরে পেয়েছে গতিশক্তি। আল্-কায়দা'র আর ৯/১১'র পরবর্তী সময়ের মত একই সংখ্যায় পুনরুত্থান ঘটছেনা, অবশ্য সীমান্ত এলাকায় তারা তাদের নিরাপদ আশ্রয়গুলি বজায় রেখেছে। আমাদের বাহিনীর পূর্ণ সহযোগিতাগুলির অভাব আছে যার দরকার ছিল আফগান নিরাপত্তা বাহিনীকে কার্যকরভাবে প্রশিক্ষিত ও অংশীদার করার এবং ভালোভাবে জনগনের নিরাপত্তা দেবার জন্য। আফ গানিস্তানে আমাদের নূতন কম্যান্ডার - জেনারেল ম্যাকক্রিস্টাল - রিপোর্ট দিয়েছেন যে নিরাপত্তার অবস্থাটি তিনি যা ভেবেছিলেন তার চাইতেও গুরুতর। সংক্ষেপে, বিরাজমান পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা যাবেনা।

ক্যাডেট হিসেবে, আপনারা এই বিপজ্জনক সময়ে স্বেচ্ছায় দায়িত্ব পালন করেছেন। আপনাদের কেউ কেউ আফগানিস্তানে যুদ্ধ করেছেন। আপনাদের কেউ কেউ সেখানে মোতায়েন হবেন। আপনাদের কম্যান্ডার-ইন্-চীফ হিসেবে, আমি আপনাদের কাছে একটি উদ্দিষ্ট লক্ষ্য যা পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং আপনাদের সেবার জন্য মূল্যবান, সেটি দিতে বাধ্য। এবং সেই জন্যই, আফগান ভোট সম্পন্ন হবার পর, আমি দৃঢ়তার সাথে একটি আনুপুংখিক পর্যালোচনার কথা বলি। এখন, আমি পরিষ্কার করে বলতে চাইঃ আমার সামনে অন্য কোন বেছে নেবার সুযোগ ছিলোনা যাতে ২০১০ সালের আগে সৈন্য মোতায়েন করতে হয়, ফলে প্রয়োজনীয় সম্পদ-সরঞ্জাম পাঠাতে কোন রকমের বিলম্ব বা অস্বীকার করা হয়নি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এই পর্যালোচনা পর্বে। পরিবর্তে, এই পর্যালোচনা আমাকে সুযোগ দিয়েছে কঠিন সব প্রশ্ন করার, এবং অন্যান্য সব সুযোগগুলি আমার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের সাথে, আমাদের আফগানিস্তানে থাকা সামরিক ও বেসামরিক নেতৃত্বের সাথে, এবং আমাদের প্রধান অংশীদারদের সাথে পরীক্ষা করে দেখবার। এবং বিবেচনা করেছি এর সাথে যে ঝুঁকি জড়িত আছে সেসব, আমি মার্কিন জনগন -এবং আমাদের সৈন্য বাহিনীর কাছে -এর চাইতে বিন্দুমাত্র কম কিছু করতে পারিনা।

এই পর্যালোচনা এখন শেষ হয়েছে। কম্যান্ডার-ইন্-চীফ হিসেবে, আমি দৃঢ়সিদ্ধান্ত করেছি যে আমাদের অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে আরো ৩০,০০০ হাজার মার্কিন সৈন্য আফগানিস্তানে পাঠাবার। ১৮ মাস পরে, আমাদের বাহিনী ঘরে ফিরে আসা শুরু করবে। এটা হচ্ছে আমাদের সেই সম্পদগুলি যা আমাদের দরকার এই উদ্যোগের মুহূর্তটিকে লুফে নেবার জন্য, যখন আমরা আফগানদের সামর্থ্যকে গড়ে তুলবো যেটা সুযোগ করে দিতে পারে আফগানিস্তান থেকে আমাদের বাহিনীর একটি দায়িত্বশীল প্রস্থানে উত্তরনের পর্যায়টির।

আমি হাল্কাভাবে এই সিদ্ধান্ত নেইনি। আমি যথাযথভাবেই ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলাম কারন আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের অবশ্যই সামরিক শক্তি ব্যবহারে নিয়ন্ত্রন থাকতে হবে, এবং সব সময়েই বিবেচনায় রাখতে হবে আমাদের কর্মকাণ্ডের দীর্ঘকালীন পরিণতীর বিষয়টি। আমরা আট বছর ধরে যুদ্ধে লিপ্ত আছি, জীবন এবং সম্পদের বিশাল মূল্যের বিনিময়ে। বছরের পর বছর ধরে ইরাক এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বিতর্ক আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে ঐক্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করেছে, এবং এই প্রচেষ্টার জন্য উচ্চ মাত্রার মেরুকরণ এবং দলীয় আনুগত্যের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছে। মহা-মন্দার পর সব চাইতে খারাপ অর্থনৈতিক সংকটের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি আমরা, মার্কিন জনগন নিঃসন্দেহে বোধগম্য কারণেই আমাদের অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে এবং এখানে মানুষের কর্ম সংস্থানের দিকে নিবদ্ধ আছে।

সর্বোপরি, আমি জানি যে এই সিদ্ধান্ত আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু বেশি চেয়েছে - একজন সৈনিক যিনি, আপনাদের পরিবারগুলির সাথে, ইতিমধ্যেই সব চাইতে ভারী বোঝা বহন করেছেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে, আমি স্বাক্ষর করেছি শোক প্রকাশের চিঠিগুলিতে যারা এই যুদ্ধে জীবন দিয়েছেন প্রতিটি মার্কিন যোদ্ধার পরিবারের কাছে সেগুলি পাঠানো হয়েছে। আমি চিঠি পড়েছি যে সব যোদ্ধা মোতায়েন আছেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদের পিতা-মাতা বা স্বামী-স্ত্রীরা সে সব পাঠিয়েছেন। আমি দেখে এসেছি আমাদের সাহসী আহত যোদ্ধাদের ওয়াল্টার রীড কেন্দ্রে। আমি গিয়েছি ডোভারে পতাকা আচ্ছাদিত ১৮জন মার্কিনী'র শব্দাধার দেখতে যারা ঘরে ফিরে এসেছে তাদের অস্তিম বিশ্রাম নিতে। আমি প্রত্যক্ষ করেছি যুদ্ধের ভয়ঙ্কর মূল্য। যদি আমি এটা মনে না করতাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং মার্কিন জনগনের নিরাপদ থাকাটা আফ গানিস্তানে ঝুঁকির মধ্যে আছে তাহলে আগামীকালই আমি সানন্দে প্রতিটি সৈনিককে ঘরে ফিরিয়ে আনতাম।

অতএব, না, আমি এই সিদ্ধান্ত হাল্কাভাবে নেইনি। আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি কারন আমি বুঝেছি যে আমাদের নিরাপত্তা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে ঝুঁকির মধ্যে আছে। এটা হচ্ছে সহিংস চরমপন্থা যা অনুশীলিত হয় আল্-কায়দা দ্বারা, তার ভূ-কম্পন বিন্দু। এটা হচ্ছে সেই স্থান যেখান থেকে ৯/১১'তে আমাদের আক্রমণ করা হয়েছিল, এবং এটা সেই স্থান আমি যখন কথা বলছি তখন সেখানে নূতন কোন আক্রমণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এটা কোন নিষ্ক্রীয় বিপদ নয়, কোন অনুমানমূলক হুমকী নয়। শুধু মাত্র বিগত কয়েক মাসে, আমরা চরমপন্থীদের গ্রেফতার করেছি আমাদের সীমান্তের ভিতরে যাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছিল আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চল থেকে নূতন সন্ত্রাসী কার্যক্রমের জন্য। এবং এই বিপদ আরো বাড়বে যদি এই অঞ্চল আরো পিছন দিকে হেলে পড়ে, এবং আল্-কায়দা কাজ করতে পারে কোন রকমের শাস্তির ভয় ছাড়াই। আমাদের অবশ্যই আল্-কায়দার উপর চাপ রাখতে হবে, এবং সেটা করতে, আমাদের অবশ্যই এই অঞ্চলে আমাদের উপস্থিতির স্থিতিশীলতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে।

অবশ্যই, এই বোঝা আমাদের একার বইবার নয়। এটা শুধুই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ নয়। ৯/১১'র পর থেকে, আল্-কায়দার নিরাপদ আশ্রয়গুলি উৎস হয়েছে লন্ডন, আন্মান এবং বালী আক্রমণগুলির। পাকিস্তান ও

আফগানিস্তান উভয়েরই জনগন ও সরকার বিপন্ন। ঝুঁকি এমনকি আরো বেশি পারমানবিক-অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানে। কারন আমরা জানি যে আল্-কায়দা এবং অন্যান্য চরমপন্থীরা পারমানবিক অস্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে, এবং আমাদের বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারন আছে যে তারা পেলে এগুলি ব্যবহার করবে।

এইসব ঘটনা আমাদের বাধ্য করেছে আমাদের মিত্র এবং বন্ধুদের সাথে মিলে কাজ করতে। কৌশলে পরাজিত করার আমাদের লক্ষ্য একই রয়ে গেছেঃ ব্যাহত করা, ছিন্ন-ভিন্ন করা, এবং অবশেষে পরাজিত করা আল্-কায়দাকে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে, এবং এর সামর্থ্যকে ঠেকানো যাতে ভবিষ্যতে আমেরিকা এবং আমাদের বন্ধুদের আর হুমকী দিতে না পারে।

এই লক্ষ্যকে পূর্ণ করতে, আমরা আফগানিস্তানে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলির পিছনে ছুটবো। আমরা অবশ্যই আল্-কায়দার নিরাপদ আশ্রয়স্থলকে অগ্রাহ্য করবো। আমরা অবশ্যই তালিবানদের গতিশীলতাকে উল্টোমুখী করবো এবং সরকার উৎখাতের সক্ষমতাকে অস্বীকার করবো। আমরা অবশ্যই আফ গানিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর এবং সরকারের সামর্থ্যকে শক্তিশালী করবো যাতে তারা আফগানিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য প্রধান দায়-দায়িত্ব বহন করতে পারে।

আমরা এইসব উদ্দেশ্য পূর্ণ করবো তিনভাবে। প্রথম, আমরা একটি সামরিক কৌশল চালাবো যা তালিবানদের গতিশীলতাকে ভেঙ্গে দেবে এবং আফ গানিস্তানের সামর্থ্যকে বাড়াবে পরবর্তী ১৮ মাস সময়ে।

এই ৩০,০০০ হাজার অতিরিক্ত বাহিনী যা আমি আজ রাতে ঘোষণা করছি তারা মোতায়েন হবে ২০১০ সালের প্রথম পর্বে -- সম্ভাব্য দ্রুততম গতিতে - যাতে করে তারা যেন বিদ্রোহকে লক্ষ্যবস্তু করতে পারে এবং নিরাপদ করতে পারে গুরুত্বপূর্ণ জনসমষ্টি কেন্দ্রগুলিকে। তারা আমাদের সক্ষমতাকে বাড়াবে যোগ্য আফগান নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে এবং অংশীদার করতে যাতে আরো অধিক আফগান লড়াই করতে আসতে পারে। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবে যাতে আফগানদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা যায়।

যেহেতু এটা একটি আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা, আমি বলেছি যে আমাদের অঙ্গীকার যুক্ত হবে আমাদের মিত্রদের অবদানের সাথে। তাদের কেউ কেউ ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত সৈন্য বাহিনী সরবরাহ করেছে, এবং আমরা আত্মপ্রত্যয়ী যে আগামী দিনগুলিতে আরো অবদান এসে যুক্ত হবে। আফগানিস্তানে আমাদের বন্ধুরা যুদ্ধ করেছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন এবং মারা গেছেন আমাদের সাথেই। এবং এখন, আমরা অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হবো এই যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তি টানার জন্য। যা ঝুঁকির মধ্যে আছে তা শুধুই ন্যাটো'র বিশ্বাসযোগ্যতার পরীক্ষা নয়--যা ঝুঁকিতে আছে সেটা হ'ল আমাদের মিত্রদের নিরাপত্তা, এবং সারা পৃথিবীর সাধারণ নিরাপত্তার বিষয়টি।

অবশ্য একত্রে থেকে, এই অতিরিক্ত মার্কিন এবং আন্তর্জাতিক বাহিনী আমাদের সুযোগ করে দেবে আফগান বাহিনীর হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়াটা ত্বরান্বিত করতে, এবং আমাদের সুযোগ করে দেবে ২০১১ সালের জুলাই'তে আমাদের বাহিনীকে আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার। যা কিছু দিন পূর্বে আমরা ইরাকে করেছি, আমরা উত্তরণের এই দায়িত্বের পর্যায়টি কার্যকর করবো, মাঠে কি অবস্থা বিরাজ করছে সেটাকে বিবেচনায় এনে। আমরা আফগান নিরাপত্তা বাহিনীকে পরামর্শ দেওয়া ও সহায়তা করা অব্যাহত রাখবো এটা নিশ্চিত করতে যে তারা যেন দীর্ঘ সময়ের জন্য সেই দায়িত্ব পালন করতে পারে। তবে এটা আফগান সরকারের কাছে পরিস্কার থাকবে -এবং, আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, আফগান জনগনের কাছে - যে তারাই চূড়ান্তভাবে দায়ী থাকবে তাদের নিজের দেশের জন্য।

দ্বিতীয়, আমরা কাজ করবো আমাদের অংশীদার, জাতি সংঘ, এবং আফগান জনগনের সাথে আরো কার্যকর বেসামরিক কৌশলের পিছনে, যাতে সরকার উন্নত নিরাপত্তার সুযোগটি নিতে পারে।

এই প্রচেষ্টা অবশ্যই নির্ভর করবে কার্যসম্পাদনের উপর। টাকার অংক না বসানো চেক দেবার দিন শেষ। প্রেসিডেন্ট কারজাই'র অভিষেক ভাষণ উপযুক্ত বার্তাই পাঠিয়েছে নতুন নির্দেশনা নিয়ে যাত্রা করার। সামনে এগিয়ে যেতে, আমরা পরিষ্কার থাকবো এ বিষয়ে যে আমরা কি প্রত্যাশা করি তাদের কাছে যারা আমাদের সহায়তা পেয়ে থাকে। আমরা আফগান মন্ত্রী, গভর্নর, এবং স্থানীয় নেতাদের সমর্থন করবো দূর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করায় এবং জনগনকে সুফল দেওয়ায়। আমরা আশা করবো যারা অকার্যকর বা দূর্নীতিবাজ তাদের দায়ী করা হবে। আমরা আরো আমাদের সহায়তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো সেই সব এলাকায় --যেমন কৃষি -যা কী-না আফগান জনগনের জীবনে অতিসত্ত্বর প্রভাব বিস্তার করবে।

আফগানিস্তানের জনগণ যুগ যুগ থেকে দৃঢ়ভাবে সহিংসতা সহ্য করে আসছে। তাদেরকে দখলদারি মোকাবিলা করতে হয়েছে -সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং বিদেশী আল-কায়দা যোদ্ধা যারা তাদের নিজেদের দরকারে আফগান ভূমি ব্যবহার করেছিল। সেজন্য আজ রাতে, আমি চাই আফগান জনগণ এটা বুঝতে পারুক - আমেরিকা চায় এই যুদ্ধ যুগ এবং এই কষ্টের শেষ করতে। আপনাদের দেশ দখল করে রাখার কোন অভিপ্রায় আমাদের নেই। আমরা আফগান সরকারের প্রচেষ্টা সমর্থন করবো যদি তালিবান যারা সহিংসতা ত্যাগ করে তাদের নাগরিক ভাইদের মানবাধিকারকে শ্রদ্ধা করবে, তাদের জন্য দরজা খুলে দিবে। এবং আমরা আফগানিস্তানের কাছে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সহযোগিতা চাইব - যারা ধ্বংস করে তাদেরকে পৃথক করতে; যারা গড়ে তোলে তাদেরকে শক্তি দিতে; আমাদের সৈনিকরা যাওয়ার দিনটি t ত্বরান্বিত করতে; এবং দৃঢ় এবং স্থায়ী বন্ধুত্ব যেখানে আমেরিকা আপনাদের সহযোগী এবং কখনই অভিভাবক নয়।

তৃতীয়ত, আমরা এটা সম্পূর্ণভাবে মেনে এটা স্বিকার করে কাজ করব যে আফগানিস্তানে আমাদের সফলতাটি পাকিস্তানের সাথে সহযোগিতার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত।

আমরা আফগানিস্তানে একটি ক্যানসার রোধ করতে এসেছি যা আরেকবার এই দেশের মধ্যে দিয়ে ছড়াচ্ছে। কিন্তু এই একই ক্যানসার তার শেকড় গেড়েছে পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে। সেই জন্য আমাদের একটি কৌশল দরকার যা সীমান্তের উভয় দিকে কাজ করবে।

অতীতে, কেউ কেউ পাকিস্তানে ছিল যারা বিতর্ক করেছিল যে চরমপন্থীর সাথে হাঙ্গামা করাটা তাদের সমস্যা নয়, এবং যারা সহিংসতা করে তাদের বিরুদ্ধে সামান্য কিছু করে বা তাদের কাছে সুবিধা চেয়ে পাকিস্তান ভালোই আছে। কিন্তু গত কয়েক বছরে, করাচি থেকে ইসলামাবাদে যত নির্দোষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, তাতে এটা পরিষ্কার যে এই চরমপন্থী দ্বারা পাকিস্তানি জনগনই সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত। জনগণের মতামত ঘুরে গিয়েছে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী সোয়াত এবং ওয়াজিরিস্তানে একটি আক্রমণ চালিয়েছে। এবং এতে কোন সন্দেহ নাই যে যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের শত্রু একই।

অতীতে, আমরা নিজেরাও পাকিস্তানের সাথে আমাদের সম্পর্কটি হালকাভাবে ব্যাখ্যা করতাম। ওই দিনগুলো শেষ হয়েছে। সামনে এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা পাকিস্তানের সাথে সহযোগিতায় অঙ্গিকারবদ্ধ, যেটা গড়ে উঠেছে পারস্পরিক স্বার্থ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। আমরা পাকিস্তানের শক্তি বৃদ্ধি করবো সেই দলগুলোকে লক্ষ্য করার জন্য যারা আমাদের দেশের জন্য হুমকি, এবং এটাও পরিষ্কার করা

হয়েছে যে আমরা সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয় সহ্য করব না যাদের অবস্থান এবং অভিপ্রায় আমাদের জানা। আমেরিকা পাকিস্তানকে তাদের গনতন্ত্রের উত্তরণ এবং উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ এবং সমর্থন দিচ্ছে। যে সব পাকিস্তানি এই যুদ্ধের জন্য তাদের আবাস ভূমি ছেড়েছেন আমরা তাদের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক সমর্থক। এবং এগিয়ে যাচ্ছি, পাকিস্তানি জনগনকে এটা অবশ্যই জানতে হবে যে আমেরিকা এই বন্দুকের আওয়াজ থেমে যাওয়ার অনেক পরেও পাকিস্তানের নিরাপত্তা এবং উন্নতির শক্তিশালী সমর্থক হয়ে থাকবে যাতে এই দেশের জনগণের যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে সেটা খুলে তারা যেন বের হয়ে আসতে পারে।

আমাদের কৌশলের এই তিনটি মূল উপাদানঃ একটি পালা বদলের পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য সামরিক প্রচেষ্টা; ইতিবাচক কার্যধারাকে বাড়ানোর জন্য বেসামরিক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি; এবং পাকিস্তানের সাথে একটি কার্যকরী সহযোগিতার সম্পর্ক।

আমি জানি যে আমাদের এই পথে অগ্রসর হওয়াতে অনেক উদ্বেগ আছে। সুতরাং, আমাকে সংক্ষেপে কিছু উপযুক্ত বিতর্কের বিষয় নিয়ে কথা বলতে দিন যেগুলো আমি শুনেছি এবং গুরুত্বের সাথে নিয়েছি।

প্রথমে, যারা পরামর্শ দেন যে আফগানিস্তান হচ্ছে আরেকটি ভিয়েতনাম। তাদের যুক্তি হচ্ছে এটাকে স্থিতিশীল করা যাবেনা, এবং আমরা ক্ষতি কমিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসলেই আমাদের জন্য লাভজনক। আমি বিশ্বাস করি যে এই যুক্তিটি ভুল ইতিহাস পড়ার উপর ভিত্তি করে। আমরা ৪৩ টি দেশের বড় একটি জোট পেয়েছি যা ভিয়েতনামে ছিল না, এ থেকেই প্রমাণ হয় যে আমাদের কাজটি আইনসিদ্ধ। আমরা এখানে বৃহৎ পরিসরে কোন জনপ্রিয় বিদ্রোহের মুখোমুখি হচ্ছি না, যেটা ভিয়েতনামে ছিল। এবং সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, আফগানিস্তানে আমেরিকানদেরকে বিদ্রোহপূর্ণভাবে আক্রমণ করা হইয়েছিল এবং এখনও একই উগ্রপন্থীদের লক্ষ্য হয়ে আছে যারা তাদের সীমান্ত এলাকায় আক্রমণের পরিকল্পনা করছে, এটাও ভিয়েতনামে ছিল না।

এই এলাকাটিকে এখন ফেলে আসতে গেলে - এবং শুধু দূর থেকে আল কায়দার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা - আল কায়দার উপর চাপ প্রয়োগ করতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমাদের ক্ষমতাকে খর্ব করবে, এবং আমাদের দেশের মাটিতে এবং আমাদের মিত্রদের উপর বাড়তি আক্রমণের একটি অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয়ত, যারা স্বীকার করেন যে আমরা বর্তমান এই অবস্থায় আফগানিস্তান ছাড়তে পারিনা, কিন্তু তারা পরামর্শ দেন যে ইতিমধ্যে আমাদের যে সৈন্য সেখানে আছে তা দিয়েই এগিয়ে যেতে। কিন্তু এতে শুধু বর্তমান অবস্থাটিই চালিয়ে যাওয়া হবে, যাতে আমরা কদমাত্ত বা হতবুদ্ধি হয়ে চলবো, এবং সেখানকার অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপের দিকেই যেতে দেয়া হবে। এটা শেষ পর্যন্ত আরো ব্যয় সাপেক্ষ হবে এবং আফগানিস্তানে আমাদের অবস্থান আরো দীর্ঘায়িত করবে, কারণ আমরা কখনই সে অবস্থা আনতে সক্ষম হবোনা যেটা আফগান নিরাপত্তা বাহিনীকে গড়ে তোলার জন্য দরকার এবং তাদের সেই সময়ও দিতে পারবোনা যাতে তারা দায়িত্ব তুলে নিতে পারে।

অবশেষে, যারা আফগানদের কাছে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আমাদের সময়ের সীমারেখাটিকে সনাক্ত করতে চান না। সত্যিকার অর্থে, অনেকেই আরো নাটকীয় এবং আমাদের যুদ্ধের প্রচেষ্টাটিকে এমন স্তরে নিতে চান যে তার কোন শেষ নেই - এটা আমাদেরকে যুগ যুগ ধরে একটি জাতি গড়ে তোলার প্রকল্পে নিবেদিত করবে। আমি এরকম ধারাটিকে প্রত্যাখ্যান করি কারণ এটা লক্ষ্য স্থির করে যেগুলো আমরা যুক্তিসংগত মূল্যে অর্জন করার অনেক বাহিরে, এবং আমাদের স্বার্থ রক্ষা করার আমরা যা অর্জন করবো তার বাহিরে। এছাড়া, যদি

দায়িত্ব অর্পনের সময়ের সীমারেখা না থাকে সেটা আফগান সরকারের সাথে কাজ করার ব্যাপারে আমরা জরুরীভাবে কাজ করার মানসিকতাটি হারিয়ে ফেলব। এটা অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে যে আফগানদেরকে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে এবং অনন্ত কাল যুদ্ধ করার জন্য আমেরিকার কোন আগ্রহ নেই।

প্রেসিডেন্ট হিসাবে, আমি এমন কোন লক্ষ্য স্থির করবোনা যেটা আমাদের দায়িত্বের বাহিরে পরবে, আমাদের সক্ষমতা, বা আমাদের স্বার্থ। আমাদের জাতি যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সেগুলোকে আমাকে মূল্যায়ন করে দেখতে হবে। মাত্র একটিকে কাজে লাগানোর মত বিলাসিতা আমার কাছে নেই। সত্যি বলতে, প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের কিছু উক্তি আমার মনে পড়ে গেল, যে - আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনার সময় - বলেছিলেন”প্রতিটি প্রস্তাবকে বৃহৎ পরিসরে মূল্যায়ন করে দেখতে হবে: ভেতরের এবং জাতীয় কর্মসূচিগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার জন্য”।

গত কয়েক বছর থেকে, আমরা সেই ভারসাম্যটি হারিয়েছি। আমরা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির মধ্যকার যোগসূত্রটি মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি। একটি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখো মুখি হয়ে, আমাদের অনেক প্রতিবেশী এবং বন্ধু এখন কাজ থেকে বাহিরে তাদের বিল পরিশোধ করার জন্য লড়াই করছে। অনেক আমেরিকান আমাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। এর মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে কঠোর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আমরা এই যুদ্ধগুলোর মূল্য কিছুতেই অবজ্ঞা করতে পারিনা।

সবাই বলেছে, আমি যখন দফতর নেই আফগানিস্তান এবং ইরাকে যুদ্ধে ট্রিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি চলে গেছে। সামনে আগাছি, এই মূল্যটি খোলা- খুলিভাবে এবং সততার সাথে তুলে ধরার জন্য আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। আফগানিস্তান এই পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমাদেরকে হয়ত ৩০ বিলিয়ন ডলার মূল্য দিতে হতে পারে, এবং যখন আমরা আমাদের ঘাটতি কমানোর জন্য কাজ করছি আমি এই মূল্যের ব্যাপারে কংগ্রেসের সাথে খুব কাছে থেকে কাজ করবো।

কিন্তু আমরা যখন ইরাকের যুদ্ধ শেষ করবো এবং আফগানিস্তানের দায়িত্ব হস্তান্তর করবো, আমাদেরকে অবশ্যই এই দেশে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আমাদের উন্নয়নই আমাদেরকে শক্তির ভিত তৈরি করে। এটা আমাদের সামরিক বাহিনীর জন্য মূল্য দেয়। আমাদের কূটনৈতিক সমর্থন দেয়। এটা আমাদের আমাদের জনগণের শক্তিকে নাড়া দেয়, এবং নূতন শিল্পে বিনিয়োগের সুবিধা করে দেয়। এবং এটা এই শতাব্দিতে আমাদেরকে সফলতার সাথে প্রতিযোগিতা করতে সাহায্য করে ঠিক যেমন আমরা অতীতে করেছিলাম। সে জন্যই আফগানিস্তানে আমাদের সেনা বাহিনীর অঙ্গীকার অনন্ত কালের জন্য খোলা নয় - কারণ আমার যে জাতিকে গড়ার আগ্রহ সবচেয়ে বেশী, সেটা হচ্ছে আমার নিজের।

এখন, আমি পরিষ্কার করে বলিঃ এর কোনটাই সহজ সাধ্য হবে না। সহিংস উগ্রবাবাদীদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবার মত নয়, এবং এটা আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান ছাড়িয়ে অনেক দূরে গিয়েছে। এটা আমাদের মুক্ত সমাজের জন্য, এবং আমাদের বিশ্ব নেতাদের সহ্য ক্ষমতা শক্তির পরীক্ষা। পরাশক্তির মত নয় যেখানে দ্বন্দের বিভক্তির একটি পরিষ্কার রেখা ছিল, যা বিংশ শতাব্দীতে ব্যাখ্যা করেছিল, আর আমাদের প্রচেষ্টাটি জড়িত করে এলোপাতাড়িভাবে থাকা অঞ্চল, ব্যর্থ রাজ্য, ছড়িয়ে পরা শত্রু।

সেজন্য ফলশ্রুতিতে, আমেরিকাকে এমনভাবে তাদের শক্তিদেখাতে হবে যে আমরা যুদ্ধ শেষ করি এবং দ্বন্দ্ব হতে বাধা দেই - শুধু এটা নয় যে আমরা কীভাবে যুদ্ধ শুরু করি। আমাদের সামরিক শক্তিকে অবশ্যই দ্রুততা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে নির্দিষ্ট ভাবে ব্যবহার করতে হবে। যেখানেই আল কায়দা তাদের ঘাঁটি স্থাপন করতে চেষ্টা করবে

- সেটা সোমালিয়া বা ইয়েমেন কিংবা অন্য কোথাও হোক- তাদেরকে চাপ প্রয়োগ করে এবং দৃঢ় সহযোগিতার মাধ্যমে মোকাবিলা করতেই হবে।

এবং আমরা শুধু সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করতে পারি না। আমাদেরকে আমাদের হোম ল্যান্ড সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করতে হবে, কারণ আমরা বিদেশে প্রত্যেক সহিংস চরমপন্থীকে ধরতে বা হত্যা করতে পারি না। আমাদের গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নত করতে হবে এবং ভালোভাবে সমন্বয় করতে হবে, যাতে আমরা এই অন্ধকারের এই বলয়ের থেকে এক কদম এগিয়ে থাকতে পারি।

গণ বিধ্বংসী অস্ত্রের সকল সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলতে হবে। এবং সেজন্যই আমি আমার বিদেশ নীতির এটাকে মধ্যের স্তম্ভ বানিয়েছে যে সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে খুচরা আনবিক উপাদানগুলোকে নিরাপদ করতে, যাতে আণবিক বোমা ছড়িয়ে না পড়ে এবং বিশ্ব যেন এগুলো ছাড়াই তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে - কারণ প্রত্যেক জাতিকে বুঝতে হবে যে সত্যিকার নিরাপত্তা কখনই আসবে না যদি এই ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের জন্য এই লাগামহীন দৌড় অনন্ত কাল চলতে থাকে; সত্যিকার নিরাপত্তা তাদেরই আসবে যারা এটাকে প্রত্যাখ্যান করবে।

আমাদেরকে কূটনীতি ব্যবহার করতেই হবে, কারণ কোন দেশই এই সংযুক্ত পৃথিবীতে একা কাজ করে সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারে না। আমি এই বছর কাটিয়েছি আমাদের মিত্রদেরকে নবায়নের কাজে এবং নূতন মিত্র গড়ার কাজে। এবং আমরা আমেরিকা এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে নূতন যাত্রা শুরু করেছি - যারা দ্বন্দ্বের চক্র ভেঙ্গে আমাদের পারস্পরিক স্বার্থকে স্বীকৃতি দেয়, এবং একটি ভবিষ্যতের অঙ্গীকার করে যে, যারা শান্তির জন্য, উন্নতির জন্য এবং মানুষের মর্যাদার জন্য উঠে দাঁড়ায় তাদেরকে দিয়ে যারা নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে তাদেরকে আলাদা করে।

এবং সবশেষে, আমাদেরকে আমাদের মূল্যবোধের উপর শক্তি দেখাতেই হবে - যে সব চ্যালেঞ্জ আমরা মোকাবিলা করি তার কারণে হয়ত আমাদের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু যা আমরা বিশ্বাস করি নিশ্চয়ই সেটা নয়। সে জন্য আমাদেরকে নিজের দেশেই এই মূল্যবোধকে লালন করে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং তুলে ধরতে হবে - সেজন্যই আমি নির্যাতন নিষিদ্ধ করেছি এবং গুয়াস্তানামো বের কারাগারটিও বন্ধ করবো। এবং আমরা এই পৃথিবীর প্রতিটি অত্যাচারের মেঘের নিচে থাকা পুরুষ, মহিলা এবং শিশুকে এটা অবশ্যই পরিষ্কার করে বলবো যে আমেরিকা তাদের মানবাধিকারের জন্য তাদের পক্ষ হয়ে কথা বলবে, এবং সব মানুষের মর্যাদার জন্য মুক্তির আলো, সুবিচার এবং শ্রদ্ধাবোধ আনতে চেষ্টা করবে। সেই হচ্ছে আমরা। সেটাই সূত্র, মানবতার সূত্র, আমেরিকার প্রকৃত ক্ষমতা।

ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের দিন থেকে, আমাদের পিতা মহ এবং প্রপিতামহের কাছ থেকে যে সেবা এবং যে আত্মতাগ থেকে আমাদের দেশ বিশ্বের ব্যপারে একটি বিশেষ বোঝা বয়ে চলেছে। আমরা আমেরিকার রক্ত একাধিক মহাদেশের অনেকগুলো দেশে ছিটিয়ে দিয়ে এসেছি। আমরা আমাদের অর্জিত অর্থ দিয়ে অন্যদেরকে ধ্বংসাবশেষ থেকে পুনরায় তাদের অর্থনীতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছি। আমরা অন্যদের সাথে যোগ দিয়েছি তাদের স্থাপনাগুলো গড়ে তুলতে- জাতি সংঘ থেকে NATO সেখান থেকে বিশ্ব ব্যাংক - যেগুলো মানুষের সাধারণ নিরাপত্তা দেয় এবং উন্নতি এনে দেয়।

এই সব প্রচেষ্টাগুলোর জন্য আমাদেরকে সবসময় ধন্যবাদ দেয়া হয়নি, এবং মাঝে মাঝে আমরা ভুল করেছি। কিন্তু অন্য যেকোন জাতির চাইতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিশ্বের নিরাপত্তার ভার বহন করেছিল ছয় দশক

ধরে- একটি সময়, সব সমস্যার সাথে, দেয়াল নামতে দেখছে, বাজারগুলো খুলেছে, কোটি কোটি মানুষকে দরিদ্রতা থেকে উঠিয়ে এনেছে, অসাধারণ বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং মানুষের মুক্তির পথকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

পুরনো যুগের বৃহৎ শক্তির মত, আমরা পৃথিবীর আধিপত্য চাইনি। আমাদের মৈত্রীটি দমননীতির বিরুদ্ধে বাধা হিসাবে গড়ে উঠেছিল। আমরা অন্য জাতিকে দখল করতে চাইনি। আমরা অন্য জাতির সম্পদ চাইব না বা ভিন্ন বিশ্বাসের জন্য বা আমাদের থেকে জাতিগত ভিন্নতার জন্য তাদের জনগনকে লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করব না। আমরা যার জন্য যুদ্ধ করেছি - যেটার জন্য আমরা এখনও যুদ্ধ করি - তা হচ্ছে আমাদের সন্তানদের জন্য এবং আমাদের নাতি-নাতনিদের আরো ভালো ভবিষ্যৎ। এবং আমরা বিশ্বাস করি যে তাদের জীবন আরও ভালো হবে যদি অন্যদের সন্তান এবং নাতি-নাতনিরা মুক্তভাবে বসবাস করতে পারে এবং সুযোগের কাছে পৌঁছুতে পারে।

দেশ হিসাবে, আমরা খুব একটা নূতন না - এবং সম্ভবত ততটা নিষ্পাপও নই - রুজভেল্ট যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন যেমন ছিলাম। তবুও আমরা এখনও মুক্তির জন্য মর্যাদাপূর্ণ সংগ্রামের উত্তরসুরি। এবং এখন নূতন প্রজন্মের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সমস্ত শক্তিকে এবং নৈতিক প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাতে হবে।

শেষে, আমাদের নিরাপত্তা এবং নেতৃত্ব শুধু মাত্র আমাদের বাহুবল থেকে আসেনা। এটা আসে আমাদের জনগণের কাছ থেকে - শ্রমিক এবং ব্যবসা থেকে যারা আমাদের অর্থনীতিকে পুনরায় গড়বে; নূতন ব্যবসায়ী এবং গবেষক থেকে যারা নূতন শিল্পের জন্য অগ্রদূত হবে; শিক্ষকদের থেকে যারা আমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষিত করে, এবং যারা আমাদের সম্প্রদায়গুলোতে বাড়িতে কাজ করে সেবা দেয়, কূটনৈতিকদের কাছ থেকে, পীস কোরে স্বেচ্ছাসেবকরা যারা বিদেশে আশা ছড়িয়ে দেয় এবং সেই সব পুরুষ ও মহিলা থেকে যারা পোষাক পরে এবং যারা আত্মত্যাগের অবিভাজিত রেখার অংশ, যা জনগণের সরকারকে গড়েছে, জনগনকে দিয়ে, এবং জনগণের জন্য এই পৃথিবীর একটি বাস্তবতা।

এই বিশাল নাগরিক সম্প্রদায় সবসময় সবব্যাপারে একমত হবেনা - আমাদেরও তা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমি এটাও জানি যে, দেশ হিসাবে, আমাদের নেতৃত্ব টিকতে পারেনা, এবং এই প্রজন্মের গতিশীল চ্যালেঞ্জও খুঁজে বের করতে পারে না, যদি আমরা ঘৃণ্য কারো প্ররোচনায় আমাদেরকে টুকরো টুকরো করে বিভক্ত করি এবং দলীয়ভাবে যা এই সময়ে হয়েছে এবং আমাদের জাতীয় গতিধারাকে বিষাক্ত করেছে।

এটা ভুলে যাওয়া সহজ যে যখন এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, আমরা তখন একতাবদ্ধ ছিলাম - ভীতিকর সেই তাজা স্মৃতির জন্য এক সূত্র বাঁধা ছিলাম, এবং সেই সংকল্প যে আমাদের জন্মভূমিকে এবং আমাদের মূল্যবোধকে রক্ষা করবো যাকে আমরা ভালবাসি। আমি এই মানসিকতা প্রত্যাখ্যান করি যে আমরা আবার সেই একতা আনতে পারিনা। আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে আমি বিশ্বাস করি যে আমরা -- আমেরিকান হিসাবে - সবার জন্য প্রযোজ্য এরকম কোন উদ্দেশ্যের পিছনে আবার আমরা একতাবদ্ধ হতে পারি। আমাদের মূল্যবোধগুলো শুধু চামড়ার গায়ে শব্দ দিয়ে লিখে রাখার জন্য নয় - এগুলো বিশ্বাস যা আমাদেরকে একত্র হতে ডাকে, এবং এগুলোই আমাদেরকে এক জাতি এক জনগণ হিসাবে অন্ধকার এবং ঝড়ের মধ্যে দিয়ে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল।

আমেরিকা - আমরা একটি বিশাল কোন পদাঙ্কের সময়ের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছি। এবং যে বার্তা আমরা এই ঝড়ের মধ্যে থেকে পাঠাচ্ছে সেটা অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবেঃ আমাদের কারণ সঠিক, আমাদের সমাধান অপরিবর্তনীয়। আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যাব যে, আমাদের অধিকারই শক্ত যোগাবে, এবং এই

অঙ্গিকারের সাথে আমরা যে আমেরিকা গড়বো সেটা হবে আরো নিরাপদ, একটা বিশ্ব গড়বো যেটা হবে আরো নিরাপদ এবং এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়বো যেখানে ভয়ের গভীরতা থাকবে না থাকবে উচ্চ আশা।

ধন্যবাদ, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন। ঈশ্বর যুক্তরষ্ট্রকে আশীর্বাদ করুন। অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।
সমাপ্ত

৮:৩৫ মিনিট পূর্বাহ্নলীয় সময়